Living the Lotus 2

Buddhism in Everyday Life

2025
VOL. 233

The Inauguration Ceremony for Rissho Kosei-kai of San Antonio
A New Beginning with Gratitude and Resolve

Living the Lotus
Vol. 233 (February 2025)

Senior Editor: Keiichi Akagawa
Editor: Sachi Mikawa
Copy Editor: Kanchan Barua, Protik Barua

Living the Lotus is published monthly
By Rissho Kosei-kai International,
Fumon Media Center, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan.
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

রিস্‌সো কোসেই-কাই ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নিক্কিয়ো নিওয়ানো এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা মিয়োকো নাগানুমা। এই সংস্থা হলো সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রকে পবিত্র মূল ধর্মগ্রন্থ হিসেবে নেয়া একটি গৃহী বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্থা। পরিবার, কর্মস্থল তথা সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে ধর্মানুশীলনেরত শান্তিকামি মানুষের সম্মিলনের স্থান হলো এই রিস্‌সো কোসেই-কাই।

বর্তমানে, সম্মানিত প্রেসিডেন্ট নিচিকো নিওয়ানোর নেতৃত্বে, অনুসারীরা সকলে একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিসেবে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে আত্ম-নিবেদিত। নানা ধর্মীয় সংস্থা থেকে শুরু করে, সমাজের নানাস্তরের মানুষের সাথে হাতে-হাত রেখে, বিশ্বব্যাপি নানা শান্তিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে এই সংস্থা।

লিভিং দ্যা লোটাস (সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের আদর্শ নিয়ে বাঁচা~দৈনন্দিন জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রয়োগ) শিরোনামের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাকে প্রতিপালন করে, কর্দমাক্ত মাটিতে প্রস্ফুঠিত পদ্ম ফুলের ন্যায় উন্নত মূল্যবান জীবনের অধিকারী হওয়ার কামনা সন্নিবেশিত। এই সাময়িকীর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে দৈনন্দিন জীবনোপযোগী তথাগত বুদ্ধের দেশিত নানা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ইন্টারনেট সহযোগে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।

ভবিষ্যত গড়ে তোলা

রেভারেন্ড নিচিকো নিওয়ানো
প্রেসিডেন্ট, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

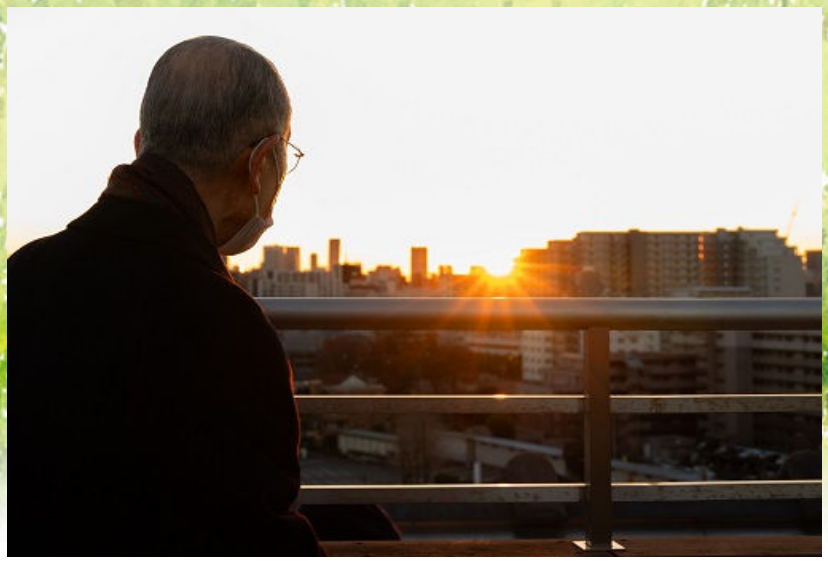

কী কারণে বিশ্ব এতো অস্থির

অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করার জন্য দুঃখিত, সবাইকে একটি প্রশ্ন করতে চাই।

এই মুহূর্তে চোখের সামনে তিনটি কমলা আছে, তা যদি দুজনের মধ্যে ভাগ করতে হয়, তবে আপনি কী করতেন?

একটি বই থেকে এই সম্পর্কে জেনেছি। একটি স্কুলের একজন শিক্ষক দু'জন ছাত্রকে তিনটি কমলা দিয়ে, কীভাবে ভাগ করা যায় তা তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাদের মধ্যে একজন, "বুদ্ধকে একটি উৎসর্গ করে, বাকীটা একটি করে ভাগ করে দেব" বলে উত্তর দিলে, সেই শিক্ষক "কী কথা বলছো? দেড় ভাগ করলে তো হয়" বলে এটিকে সরাসরি অস্বীকার করেছিলেন।

এটি সত্য যে, গাণিতিক সমস্যার জন্য এটি সঠিক উত্তর, কিন্তু হানাওকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিশু সাহিত্যিক, তাসুকু ইয়োশিওকা (শিশু সাহিত্য গবেষক) এর সাথে কথোপকথনে শৈশবকালীন শিক্ষা এবং ধর্মীয় অনুভূতির গুরুত্বের পাশাপাশি, মানুষের জ্ঞানের বাইরের অস্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ না থাকা, এবং মানুষের হৃদয়ে আদ্রতা ও অবকাশের অভাব "পৃথিবী এত অমসৃণ হওয়ার প্রধান কারণ" বলে বলা হয়েছে।

সম্প্রতি, স্কুলের মধ্যাহ্নভোজের সময়, "আমার সন্তানকে খাওয়ানোর আগে ইতাদাকিমাস কথাটি বলতে বলবেন না" এভাবে বলার মতো মা আছেন বলে জিনতথ্য প্রকৌশলী কাজুও মুরাকামির লেখা একটি বইয়ে বলা হয়েছে। এর কারণ তারা স্কুলের মধ্যাহ্নভোজের জন্য অর্থ প্রদান করছে।

যাহোক, সকলেই যেমনটি জানেন, "'ইতাদাকিমাস' অর্থ হলো, নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য অন্যান্য জীবের জীবন 'গ্রহণ করছি' এই বিষয়টি প্রতিবার খাওয়ার সময় আমাদের সচেতন এবং কৃতজ্ঞ করে তোলে এমন একটি শব্দ" (মুরাকামি কাজুও)।

সমস্ত জীবনকে লালন করা বিশাল প্রকৃতি, বুদ্ধ ও দেব-দেবতা, তদুপরি টেবিলে খাবার সরবরাহ করে এমন অনেক লোকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের অর্থ সম্বলিত একটি শব্দ। অন্য কথায়, এটি "শ্রদ্ধাবোধ" এর বহিঃপ্রকাশ।

এটি ভুলে গিয়ে, কেবল সুবিধাপূর্ণ ও যৌক্তিকতার দিকে তাকানো পিতামাতা এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মন এবং মনোভাব পরবর্তী প্রজন্মের মনে যে কতটা প্রভাব ফেলে, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ব্যক্তি কেবলমাত্র আমি নই তা নয় কী?

ভবিষ্যত 'এখন এবং এখানেই' বিদ্যমান

তবে, আমি এটাই মনে করি। জাপানে, অনেক লোক নববর্ষের দিনে উপাসনালয় এবং মন্দিরে গমন করে, হিগানের সময় শ্মশান পরিদর্শন করে এবং ওবোন উৎসবে তাদের পূর্বপুরুষদের আত্মাকে স্বাগত জানিয়ে প্রার্থনা নিবেদন করে। তাছাড়া, জাপানে শিন্তোধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, 'বিশ্লেষণ' কেন্দ্রিক কনফুসিয়ানিজমেরও যেমন পরিব্যাপ্ত রয়েছে, তেমনি পাশ্চাত্য রীতিনীতিকেও মেনে নিয়ে আমাদের আবেগকে সমৃদ্ধ করার মতো অনেক শিক্ষা গ্রহণ করে, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ইতিহাস রচনা করেছি।

অবশ্যই, কেবল জাপানেই নয়, মূল্যবান জিনিসের প্রতি ভক্তি নিবেদনের ধর্মীয় সংস্কৃতি যেকোনো দেশে রয়েছে। অন্য কথায়, সমস্ত মানুষের মধ্যে ভক্তি নিবেদনের হৃদয় রয়েছে বলা যেতে পারে। যদি তাই হয়, তবে সেই বিষয়টি ভুলে গেছে এমন মানুষের মধ্যে ভক্তিচিত্ত ফিরিয়ে আনা, বাচ্চাদেরকে মূল্যবান জিনিসের প্রতি সম্মান ও ভক্তি জ্ঞাপন, পিতামাতা এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জীবনাচরণ প্রদর্শণ করা গুরুত্বপূর্ণ। দৈনন্দিন সূত্র পাঠ এর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ।

কারণ, ভবিষ্যতের সূচনা বিন্দু "বর্তমান" থেকে তাই। এখন এবং এখানে আমাদের মনকে পরিশুদ্ধ করে, যা করতে পারি তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করাই, পরবর্তী প্রজন্মকে নেতৃত্ব দেবে আমাদের সন্তান এবং নাতি-নাতনিদের হৃদয়কে লালন করে, প্রত্যেকে একে অপরের বুদ্ধ প্রকৃতিতে বিশ্বাস করার মতো "ভবিষ্যতের লালন-পালন" এ পরিণত হবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমরা যত বেশি বিকশিত হবো এবং উন্নতি সাধন করবো, তত উজ্জ্বল ভবিষ্যত লাভ করতে পারবো।

যাহোক, শৈশবকালীন শিক্ষার কথা বললে, পিতামাতারা প্রতিদিন বুদ্ধ এবং দেব-দেবতার প্রতি ভক্তি নিবেদন করে, একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং শান্তিপূর্ণ পরিবার রচনা করা সবচেয়ে বড় শিক্ষা। বিশেষজ্ঞরা প্রসবপূর্ব শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, কারণ মায়ের মানসিক স্থিতিশীলতা ভ্রূণের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে বন্ধনকে গভীর করে।

সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ, বাড়িতে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, আসুন তিনটি শব্দের মর্মার্থ পুনর্বিবেচনা করি "ধন্যবাদ," "ইতাদাকিমাস" এবং "গোসিচোসামা" প্রতিদিন এই শব্দগুলি আন্তরিকভাবে বলার অভ্যাসটি গড়ে তুলুন। কারণ বাবা-মা এবং প্রাপ্তবয়স্কদের আচরণ ভবিষ্যতে যারা বেঁচে থাকবে তাদের হৃদয়কে লালন করবে।

কোসেই, ফেব্রুয়ারী ২০২৫ইং।

Interview

নিজে সুখী হতে চাইলে অন্যের সুখের জন্য প্রার্থনা করতে হবে, মানুষের উপকার সাধন করতে হবে

গুঞ্জি মিৎসুমি এরিকা, রিস্‌সো কোসেই-কাই ব্রাজিল ব্রাঞ্চ।

রিস্‌সো কোসেই-কাই-এ কখন এবং কীভাবে সদস্য হলেন?

প্রায় ৩০ বছর আগে, আমার বাবা আমাকে যে রিস্‌সো কোসেই-কাই ব্রাজিল ব্রাঞ্চে-এ নিয়ে গিয়েছিলেন, সেটাই ছিল যোগদানের কারণ। সেই সময়, সামাজিক ক্রিয়াকলাপের অংশ হিসাবে, ব্রাজিল ব্রাঞ্চে শিশুদের হাঁপানির চিকিৎসার জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবার আয়োজন করেছিল। সান পাওলোতে বায়ু দূষণের কারণে অনেক শিশু হাঁপানিতে ভুগছিল, ০ - ১৩ বছর বয়সী শিশুদের জন্য ঘাড় ও মেরুদণ্ডের ম্যাসেজ থেরাপির আয়োজন করা হয়েছিল। আমার বাবা একজন থেরাপিষ্ট ছিলেন, এবং তিনি যদিও কোসেই-কাই এর সদস্য ছিলেন না, তবুও তিনি একই থেরাপিস্ট গ্রুপের ডাক্তারদের সাথে সেই ক্যাম্পে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগদান করেছিলেন।

সেই সময়ে আমি, নিজের মানসিক সমর্থনের জন্য একটি ধর্মের সন্ধান করছিলাম, এবং রিস্‌সো কোসেই-কাই এর সাথে সংযুক্ত হয়ে, সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষার মুখোমুখি হওয়াটা আমার জন্য সত্যিই বুদ্ধের আশীর্বাদ ছিল বলে মনে করি। অবশ্য, প্রথমে আমি কাউকে চিনতাম না, তাই মন্দিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা উদ্বিগ্ন ছিলাম। যাহোক, বর্তমান ব্রাঞ্চপ্রধান মারিয়া সাসাকি, তখন যুব লিডার হিসাবে দায়িত্বরত ছিলেন এবং তিনি সর্বদা উজ্জ্বল হাসি দিয়ে আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। এর সুবাদে আমি ধীরে ধীরে ইয়ুথ গ্রুপের কার্যক্রমে অংশ নিতে শুরু করি। যদিও তিনি আমার বয়সের কাছাকাছি ছিলেন, তবুও মিসেস্ সাসাকি সেই সময়ে যুব দলের নেতা হিসাবে আমার কাছে সবচেয়ে সম্মানিত এবং ভরসা করার মতো ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

তরুণ বয়সে ধর্ম অন্বেষণের কি কোনো কারণ ছিল?

আমার এক বছরের ছোট এক বোন ছিল যে আট বছর বয়সে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যায়। কৈশোরে আমার প্রিয় বোনকে হারিয়েছি, সেই বড় মানসিক ধাক্কা এবং আঘাত, এমনকি আমার কৈশোরেও এটাকে ট্রমা হিসেবে নিয়ে সত্যিই কঠিন সময় পার করছিলাম। ছোটবেলায় আমার বোনের সাথে কতটা মজা করতাম তা যখন হঠাৎ মনে পড়তো, তখন আমি প্রায়শই দুঃখ পেতাম এবং স্বাভাবিকভাবেই কান্নায় ফেটে পড়তাম। তাই, আমার মানসিক স্বস্তির উৎসে পরিণত হওয়া রিস্‌সো কোসেই-কাই এর ধর্মবিশ্বাসের সাক্ষাত পেয়ে, পূর্বপুরুষদের উদ্দ্যেশে বন্দনা করার গুরুত্ব সম্পর্কে জেনে এবং সকালে এবং সন্ধ্যায় বুদ্ধের আসনের সামনে বসে বন্দনা নিবেদন করতে পেরে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। প্রথমে সূত্রে যা লেখা আছে তার অর্থ বুঝতে পারিনি, কিন্তু যখন লিডারদের কাছ থেকে পুণ্ডরীক সূত্রের পুণ্যরাশি পরিবারের পূর্বপুরুষ, দাদা-দাদী ও দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া ছোট বোনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার বিষয়ে শিক্ষা পেয়ে, মনেপ্রাণে সূত্র পাঠ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম। অতপর, প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে সূত্রপাঠ করে আমার হৃদয়ে শান্তি অনুভব করেছিলাম, আমার দুঃখ দূর হয়েছিল এবং আমি অনেক বছর ধরে জর্জরিত ট্রমা ও মানসিক আঘাত কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলাম।

গত বছরের ৮ই ডিসেম্বর, ব্রাজিল ব্রাঞ্চে বুদ্ধত্বলাভ অনুষ্ঠানে অভিজ্ঞতার বক্তব্য প্রদান করছেন মিসেস গুঞ্জি

২০২৪ সালের অক্টোবরে আপনাকে ধর্মটিচার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল, আপনার বর্তমান মানসিক অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলুন।

এই পর্যন্ত, বলতে গেলে আমি আমার নিজের সমস্যাগুলি সমাধান করার লক্ষ্যে বৌদ্ধধর্ম এবং পুণ্ডরীক সূত্র অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু, একজন ধর্মটিচারের যোগ্যতা অর্জন করে, আমার ব্যক্তিত্বের উন্নতি সাধনের পাশাপাশি আরও এক ধাপ এগিয়ে অন্যদের সুখ কামনা, বুদ্ধের মূল্যবান শিক্ষাগুলি ছড়িয়ে দেওয়া এবং এই শিক্ষার মাধ্যমে যে সুখ উপভোগ করছি তা অন্যদেরকেও উপভোগ করাতে চাই, এমন একটা মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। এই অনুভূতিটি কেবল মুখের কথায় নয়, আমার ভবিষ্যতের ক্রিয়াকলাপ এবং আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করবো বলে, গ্রেটসেক্রেট হলে দাঁড়িয়ে ধর্মটিচারের সার্টিফিকেট গ্রহনের সময় কৃতজ্ঞতার সাথে আমি বুদ্ধের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।

পুণ্ডরীক সূত্রে কি এমন কোনো শিক্ষা রয়েছে যা আপনি হৃদয়ে ধারণ করেন?

আমি পুণ্ডরীক সূত্র অধ্যয়ন করে, বিশেষ করে ঔষধি অধ্যায়ের "তিনটি ঘাস এবং দুটি গাছের দৃষ্টান্ত" আমার হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। এই পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরণের ঘাস এবং গাছ রয়েছে এবং এতে একটি বৈষম্য আছে বলে মনে হলেও, সমস্ত গাছপালা সমভাবে বৃষ্টির আদ্রতা লাভ করে ক্রমবর্ধমানভাবে বেড়ে ওঠার

গত বছরের ১০ মার্চ সংগঠনের ৮৬তম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে মিসেস্ গুঞ্জি (বামে) ভাষান্তরের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

তার স্বামী, দুই মেয়ে এবং পোষা কুকুরের সাথে

চেষ্টা করে এমন সাম্যের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আকার-আকৃতি, ছোট-বড় নানা বাহ্যিক পার্থক্য থাকলেও, প্রকৃতপক্ষে কোনো শ্রেষ্ঠত্ব বা হীনমন্যতা নেই, সবকিছুই মূল্যবান এমন একটি উপমা। আমাদের চারপাশে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বে অধিকারী এমন অনেক মানুষ আছে, কিন্তু প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে অতুলনীয় এবং বিস্ময়কর বুদ্ধ প্রকৃতি রয়েছে এবং আমরা সকলেই মূল্যবান বলে এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তাতে আমি সত্যিই অভিভূত।

রিস্সো কোসেই-কাই এর শিক্ষার মধ্যে মূল্যবান বলে মনে করেন এমন কোনো শিক্ষা আছে?

রিস্সো কোসেই-কাই-তে, প্রতিনিয়ত শেখানো হয়, “আপনি যদি নিজে পরিবর্তন হন তবে অন্য ব্যক্তিটি পরিবর্তিত হবে।” সাধারণত, আমরা নিজেকে পরিবর্তন করার পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করি, কিন্তু বাস্তবে, আমরা মানুষকে পরিবর্তন করতে পারি না। আমার নিজেরও অতীতে আমার ননদের সাথে কিছু ঝামেলা হয়েছে। প্রথমে, আমি আমার ননদীনিকে বদলানোর জন্য চেষ্টা করেছিলাম। তবে, পরবর্তীতে, কোসেই-কাই থেকে শিক্ষা পেয়েছি যে "প্রথমে নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে।" এটি বাস্তবে প্রয়োগ করার মাধ্যমে, আমার ননদের সাথে আমার সম্পর্ক উন্নত হয়েছে। এখন আমরা খুব ভালোভাবে মিলেমিশে থাকি, এই শিক্ষার জন্য আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।

রিস্সো কোসেই-কাই এর কোন বিষয়টি আপনি আকর্ষণীয় মনে করেন?

সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হলো, 'আগে অন্যকে স্থান দেওয়া'র মনোভাব নিয়ে বোধিসত্ত্ব জীবনানুশীলন করা। পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষা অধ্যয়ন করে, নিজে সত্যিকারের সুখী হওয়ার জন্য অন্যদের সুখের জন্য প্রার্থনা করা এবং অন্যদের উপকার করার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা পেয়েছি। অন্য কথায়, ধর্মের আলোকে নিজে বোধিসত্ত্ব হয়ে ওঠার ধর্মানুশীলন প্রক্রিয়া বলে মনে করি। মানুষের সুখের জন্য বোধিসত্ত্ব জীবন অনুশীলন করে নিজে বিকশিত হতে পারি। এবং নিজেকে বিকশিত করার জন্য বোধিসত্ত্ব জীবন চর্চা করতে পারার মতো মানুষ হয়ে ওঠা। 'আগে অন্যকে স্থান দেওয়ার'-এর হৃদয়কে আমি এভাবেই উপলব্ধি করি।

সবশেষে, আপনি এখন কী আশা করছেন এবং ভবিষ্যতের ধর্মানুশীলনের লক্ষ্যগুলি কী, দয়া করে বলুন।

এই বছর, ব্রাজিল ব্রাঞ্চের সকলের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত পর্তুগিজ ভাষায় 'সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র" এর সংস্করণ অবশেষে প্রকাশিত হবে। এই অর্থবহ সময়কে উপলক্ষ করে, এখনো আমি যদিও অপরিপূর্ণ, তবে সংঘবন্ধুদের সাথে একসাথে কাজ করে, ব্রাঞ্চপ্রধান সাসাকি মহোদয়াকে যতটা সম্ভব সহযোগীতা করার মতো করে নিজেকে গড়ে তুলতে চাই। বর্তমানে, আমি সান পাওলো চ্যাপ্টারের এরিয়া লিডারের দায়িত্ব পালন করছি। এখন থেকে সদস্যদের সাথে একাত্ম হয়ে মিশনারি কার্যক্রমকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ চালিয়ে যাব। উপরন্তু, ব্রাঞ্চের নানা অনুষ্ঠান এবং কর্মকান্ডে প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্টের শিক্ষাগুলি পর্তুগিজ ভাষায় ভাষান্তরের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে, একজন হলেও অধিক পর্তুগিজবাসীর কাছে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাগুলি পৌঁছে দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবো বলে আন্তরিকভাবে আশা রাখি।

অভ্রসংস্থার ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি

প্রতিষ্ঠাতার জন্মদিন

১৫ নভেম্বর প্রতিষ্ঠাতার জন্মদিন উদযাপনের দিন। প্রতিষ্ঠাতা ১৫ নভেম্বর, ১৯০৬ সালে নিগাতা প্রদেশের থোওকামাচি শহরের সুগানুমায় জন্মগ্রহণ করেন। টোকিওতে আসার পর, তিনি পুণ্ডরীক সূত্রের সাক্ষাত লাভ করেন এবং পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষার আলোকে মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে, বিশ্বকে পুনর্গঠনের লক্ষ্যে রিস্‌সো কোসেই-কাই প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রতিষ্ঠাতার আশীর্বাদে আমরা পুণ্ডরীক সূত্রের সাক্ষাত পেয়ে, শান্তির পথে হাঁটার সুযোগ পেয়েছি।

জন্মদিন উদযাপনের মাধ্যমে আমরা প্রতিষ্ঠাতার মহান হৃদয়কে অনুধাবন করে, কৃতজ্ঞতাবোধকে পুনর্নবীকরণ করে থাকি।

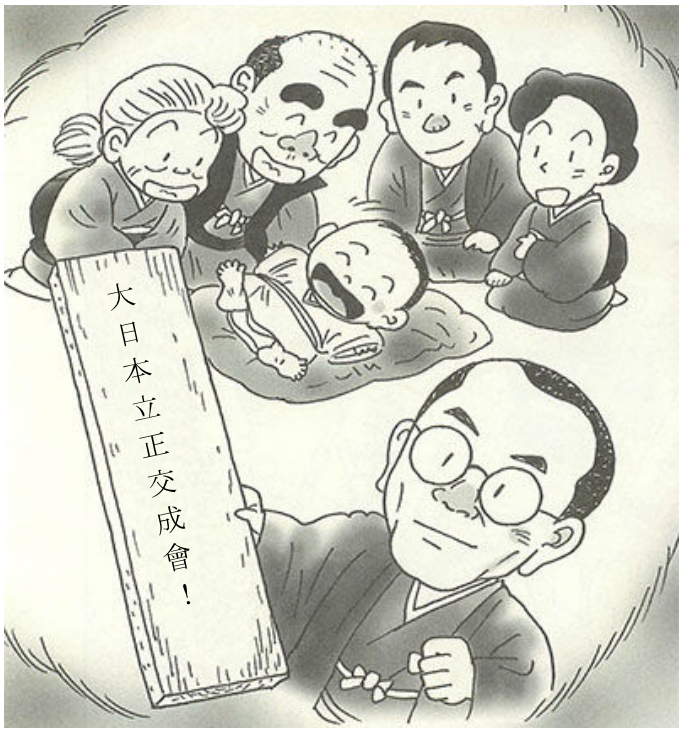

পাদটিকা

বৌদ্ধ ধর্মে একটি কথা আছে: "কোমল মুখ এবং সদয় কথা।" এর অর্থ বন্ধুত্বপূর্ণ মুখাবয়ব এবং প্রেমময় কথা। প্রতিষ্ঠাতা, যিনি তার উজ্জ্বল হাসি এবং উষ্ণ কথা দিয়ে মানুষ ও সমাজকে আলোকিত করেছিলেন, তিনি সত্যিই একজন বিনয়ী এবং সদয় মানুষ ছিলেন।

※ ব্যক্তিগত ব্যবহার, অনুমতি ব্যতিত অনুলিপি তৈরী কিংবা পুনঃমুদ্রণ না করার জন্য অনুরোধ রইল।

উপোসথ দিবস ও বিশেষ দিবস (গোমেইনিচি)

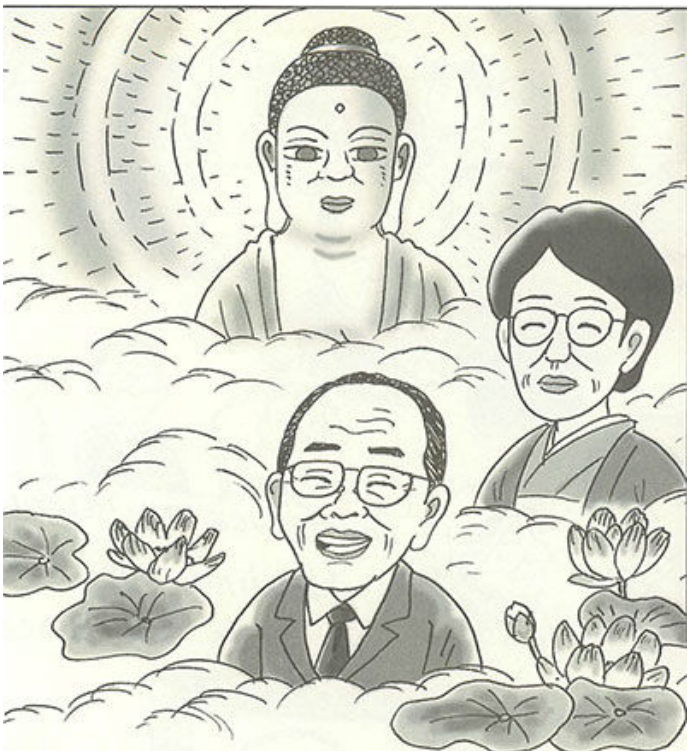

উপোসথ দিবস হলো, প্রতি দুই সপ্তাহে একবার (প্রতি মাসের ১ এবং ১৫ তারিখ)। প্রতিদিনের ধর্মানুশীলনের দিকে ফিরে তাকিয়ে, আনন্দ-অনুশোচনা বন্ধুদের সাথে ভাগাভাগি করার দিন। এবং এটি ধর্ম শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের দৃঢ় সংকল্প পুনর্নবীকরণেরও একটি দিন।

বিশেষ দিবস (গোমেইনিচি) হলো, বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার এবং অন্যদের সাথে এই শিক্ষাগুলি ভাগ করে নেওয়ার ও ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের অঙ্গীকার পুনরুজ্জীবিত করার একটি দিন। নিম্নে বর্ণিত দিনগুলো হলো রিস্‌সো কোসেই-কাই এর বিশেষ দিবস।

১ তারিখ: মাসের প্রথম দিন (উপোসথ দিবস)। প্রেসিডেন্টের মাসিক ধর্মোপদেশের মর্মার্থ অনুধাবন করে, সেই মাসের ধর্মীয় জীবন যাপনের নির্দেশিকা হিসেবে নিয়ে, এক মাসের জন্য একটি প্রতিজ্ঞা গ্রহন করা।

৪ তারিখ: প্রতিষ্ঠাতার প্রয়াণ দিবস। প্রতিষ্ঠাতাকে স্মরণ করা এবং "শ্রদ্ধা নিবেদন, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা, উত্তরাধিকারের শপথ" এর চেতনাকে পুনর্নবীকরণ করার দিন।

১০ তারিখ: সহ-প্রতিষ্ঠাতার প্রয়াণ দিবস। সহ-প্রতিষ্ঠাতার প্রদর্শিত করুণার চেতনা অনুসরণ করে জীবনযাপন করার শপথ গ্রহণ করার দিন।

১৫ তারিখ: শাক্যমুনি বুদ্ধের মহাপ্রয়াণ দিবস (উপোসথ দিবস)। আমাদের মুক্তির পথ দেখানোর জন্য বুদ্ধের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন। তাছাড়া "মাসের প্রথম উপোসথ দিবসে" গ্রহন করা প্রতিজ্ঞাগুলির দিকেও ফিরে তাকিয়ে, গত দুই সপ্তাহের ধর্মানুশীলনের প্রতিফলন করে এবং পরবর্তী দুই সপ্তাহের জন্য সংকল্পকে পুনর্নবীকরণ করার দিন।

পাদটিকা

"গোমেইনিচি" বলতে একজন ব্যক্তির মৃত্যুর দিনকে বোঝায়। মৃত্যুবার্ষিকীতে, সেই ব্যক্তির পছন্দের নানা জিনিস, খাদ্যদ্রব্য উৎসর্গ করে, আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। রিস্‌সো কোসেই-কাই-এ, বুদ্ধ মূর্তি প্রতিষ্ঠার দিন, ইত্যাদি ধর্মের বন্ধন লাভ করার দিনগুলিকেও বিষেশ দিন হিসেবে পালন করা হয়।

※ ব্যক্তিগত ব্যবহার, অনুমতি ব্যতিত অনুলিপি তৈরী কিংবা পুনঃমুদ্রণ না করার জন্য অনুরোধ রইল।

আসুন বিশ্বকে একটি মহা সংঘে পরিণত করি

পুণ্ডরীক সূত্রের অনুসারীরা হলেন প্রভূতরত্ন তথাগত

রেভারেন্ড নিক্কিও নিওয়ানো
প্রতিষ্ঠাতা, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

অতএব, ধর্ম বিশ্বাসের দ্বারা অর্জিত পুণ্যফল সম্পর্কে যে ব্যক্তি তার চারপাশের লোকদের কাছে বলতে পারেন তিনি "প্রভূতরত্ন তথাগত" ছাড়া আর কেউ নয়।

যখন ধর্মগুরু নিচিরেনকে সাদো দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়েছিল, তখন স্থানীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আবুৎসুবো নিচিরেনকে অমিতাভ বুদ্ধের শত্রু হিসাবে ভেবেছিলেন এবং তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। যাহোক, ধর্মগুরু নিচিরেনের ব্যক্তিত্ব এবং অন্তর্দৃষ্টির প্রশংসা করে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তাঁর শিষ্য হয়েছিল।

সেই আবুৎসুবো "প্রভূতরত্ন স্তূপা বলতে কী বোঝায়?" চিঠিতে এমনে একটি প্রশ্ন

করলে উত্তরে ধর্মগুরু নিচিরেন বলেছিলেন:

"ধর্মহীন যুগে পুণ্ডরীক সূত্র ধারণকারী নারী-পরুষের বাইরে কোনো স্তুপ নেই। যারা নামু ম্যিও হো রেং গে ক্যিও জপ করেন, তারা নিজেই রত্নস্তুপ হিসেবে নিজেই প্রভূতরত্ন তথাগতে পরিণত হয়। পুণ্ডরীক সূত্র ছাড়া আর কোনও রত্নস্তুপ নেই। অতএব আবুৎসুবোই একটা রত্নস্তুপ, রত্নস্তুপই হলো আবুৎসুবো, এর বাইরে কোনও প্রতিভা থাকা নিরর্থক" ("আবুৎসুবোর লেখা বই")।

"এর বাইরে প্রজ্ঞা অর্থহীন" এই বাক্যাংশটি প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসের চূড়ান্ত স্তরকে স্পর্শ করার মতো একটা গভীর বার্তা সম্বলিত বাক্য। প্রতিভা (পার্থিব জ্ঞান বা বিদ্যা) এর কোনো প্রয়োজন নেই। সততা ও ঐকান্তিক বিশ্বাস থাকা জরুরি।

রিস্সো কোসেই-কাই এর সদস্যরা হলেন এমন লোক যারা পুণ্ডরীক সূত্রে আশীর্বাদ পেয়েছেন এবং যারা সকালে এবং সন্ধ্যায় সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র আবৃত্তি করেন, তাই তারা সকলেই "প্রভূতরত্ন তথাগত"। বুদ্ধের সঙ্গে আসন ভাগাভাগি করে বসতে পারার মতো ব্যক্তি। এই বিষয়টি উপলব্ধি করাতে চাই। এটা অহংকার নয়। এটা একটা স্বাভাবিক গর্বের বিষয়।

ধনপতির দরিদ্র সন্তানের দৃষ্টান্তে বলা হয়েছে, দরিদ্র সন্তানটি চূড়ান্ত পরিত্রাণের পর্যায়ে পৌঁছাতে ২০ বছর সময় লেগেছিল, কারণ তার মধ্যে এমন সচেতনতা বা গৌরববোধ ছিল না। ধনপতি (বুদ্ধ) নিজে থেকে নোংরা কাপড় পরিধান করে সন্তানের কাছে যান। এবং বলেন, "এখন থেকে, আমরা পিতা এবং সন্তানের মতো। " তারপরও দরিদ্র সন্তান নিজেকে 'নির্বোধ মানুষ' বলে ভাবতেন।

এই পর্যন্ত আপনারাও হয়তো নিজেকে "দরিদ্র সন্তান" হিসাবে ভাবতে পারেন। কিন্তু, এখন যেহেতু পুণ্ডরীক সূত্র সম্পর্কে জানেন, তাই আর "দরিদ্র শিশুটি" নই। বুদ্ধের আপন সন্তান ও ধর্মের উত্তরাধিকারী। এই সত্যকে আরেকবার পুনর্বিবেচনা করার চেষ্টা করুন। নিশ্চয়ই এছাড়া অন্য কোনো প্রতিভা/জ্ঞান নিরর্থক।

নিক্কিও নিওয়ানো বাণী সংগ্রহ-১ ‘বোধি বীজকে জাগ্রত করা’ পৃ.৬৪-৬৫।

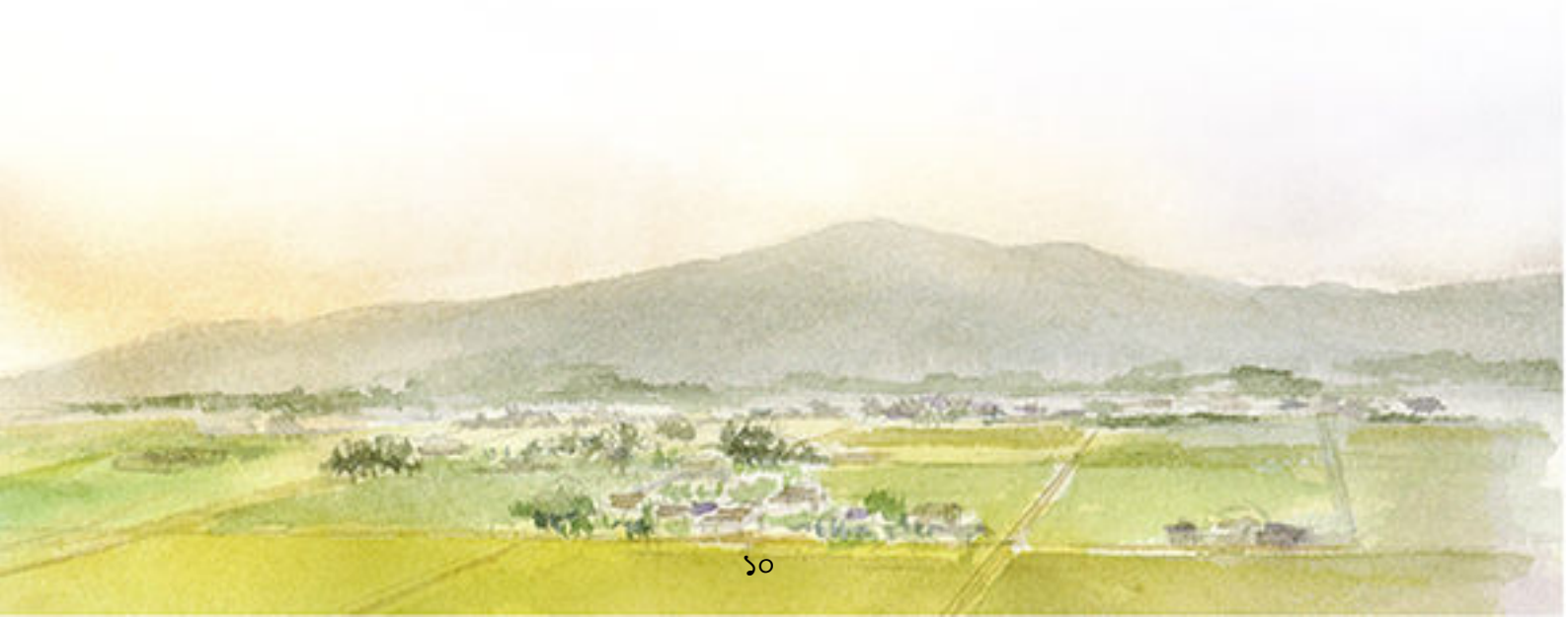

Director’s Column

বসন্তের প্রথম দিকের চিন্তাভাবনা

রেভারেন্ড কেইইচি আকাগাওয়া
ডিরেক্টর, রিস্‌সো কোসেই-কাই ইন্টারন্যাশনাল।

সবাইকে নমস্কার। ২০ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া শীতকালীন সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র আবৃত্তি অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং জাপানে ফেব্রুয়ারির ৩ তারিখ থেকে দিনপঞ্জিতে “বসন্ত” এসেছে বলে ধরা হয়। টোকিওতে এখনও শীত পড়ছে, তবে বিভিন্ন জায়গা থেকে আর্মেনিয়া ফুল ফোটার খবর পাচ্ছি, যা বসন্তের আগমনী বার্তা ঘোষণা দিচ্ছে। আমার দৈনন্দিন যাতায়াতের সময় যে দৃশ্যাবলী এবং বাতাসের শব্দ দেখি তাতেও ঋতুর সূক্ষ্ম পরিবর্তনগুলি দেখা যায় এবং শীতকালে সুপ্ত থাকা জীবনগুলি ধীরে ধীরে প্রাণ ফিরে পাচ্ছে দেখে আমি খুব আনন্দ অনুভব করি। বসন্ত প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে।

ফেব্রুয়ারি মাসে বৌদ্ধধর্মের তিনটি প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ দিবস রয়েছে। গ্রেটসেক্রেট হলে সারম্বরে অনুষ্ঠানটি পালিত হয়ে থাকে। বুদ্ধের পরিনির্বাণের তাৎপর্য উপলব্ধি করার পাশাপাশি, আমি একজন সাধারণ বৌদ্ধ হিসাবে দৈনন্দিন ধর্মানুশীলনে নিজেকে উৎসর্গ করার অঙ্গীকার করতে চাই।

এ মাসে সম্মানিত প্রেসিডেন্টের ধর্মবাণীতে বলেছেন, “আমরা যত বড় হবো এবং উন্নতি করবো, ভবিষ্যৎ তত উজ্জ্বল হবে।” সেই লক্ষ্যে, পুণ্ডরীক সূত্রে আলোকে কীভাবে দিনাতিপাত করবো তা চিন্তা-ভাবনা করে, ধর্মের আলোকে সুখ উপলব্ধি করার জন্য দৈনন্দিন জীবনে কায়-বাক্য-মনে পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাগুলি জপ করার পাশাপাশি সমস্ত অন্তরায়কে দূরে সরিয়ে দিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে ধর্মানুশীলন করে যাওয়ার প্রত্যাশা রাখি।

৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সানআন্তোনিও ব্রাঞ্চের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর পুষ্পপূজার দায়িত্ব পালন করা অংশগ্রহণকারীদের সাথে রেভারেন্ড আকাগাওয়া।

Rissho Kosei-kai International

Make Every Encounter Matter

A Global Buddhist Movement

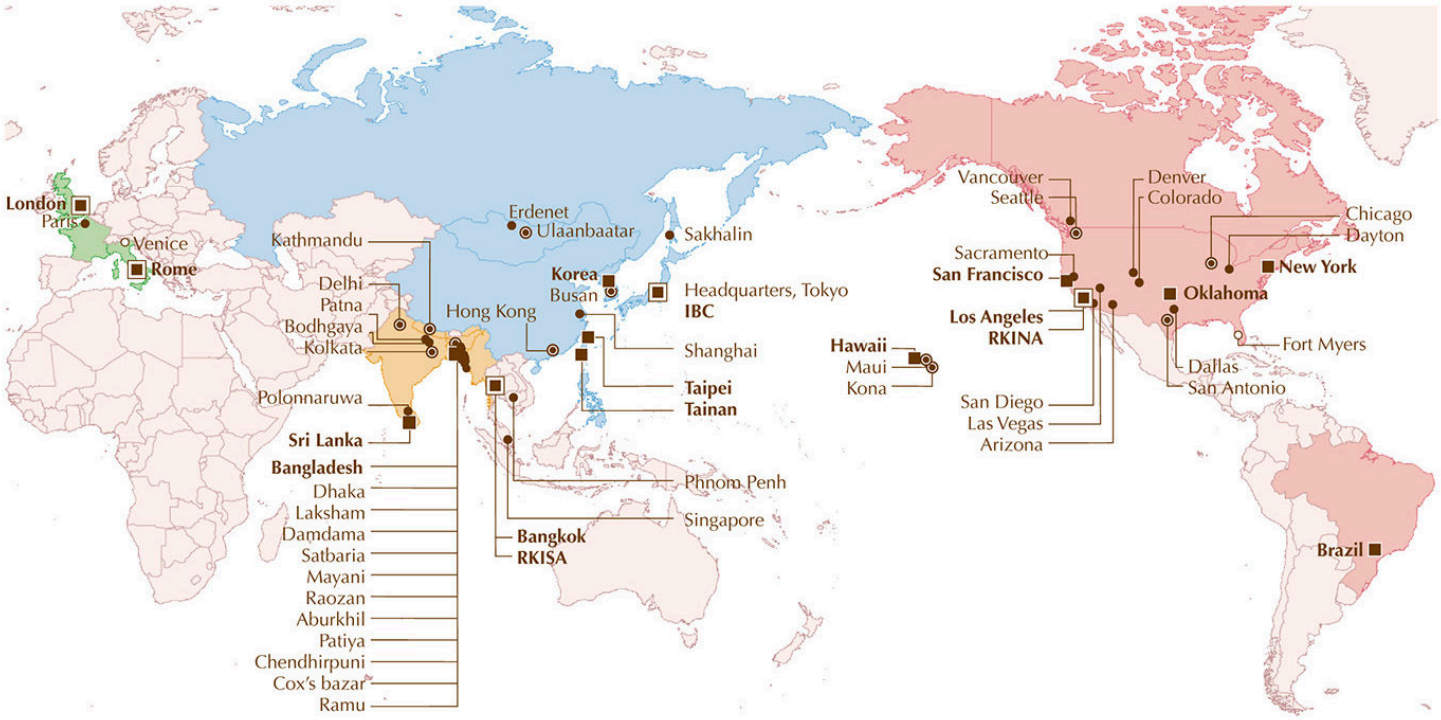

Information about local Dharma centers

facebook

X

We welcome comments on our newsletter Living the Lotus: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp